দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 06 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

সবার জন্য শিক্ষা ঃ প্রতিবন্ধকতা কোথায়

'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী'র বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের নানা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং পদক্ষেপের প্রচার-প্রচারণার অভাব না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দেশময় প্রাথমিক স্কুল-মাদ্রাসার বাস্তব পরিস্থিতি যথার্থভাবে জরিপ হয় কিনা সে প্রশ্ন অনেকের। প্রাথমিক স্কুল-মাদ্রাসা বলতে আমরা সরকারী-বেসরকারী রেজিস্টার্ড, আনরেজিস্টার্ড– সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা-মক্তবের কথাই বলছি। ফোরকানিয়া মক্তবগুলোর কথা বাদ দিলেও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা এক হিসাবে ১৮ সহস্রাধিক বলে জানা যায়। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার উল্লেখিত সংখ্যা নিতান্তই কম। এর কারণ অবশ্য বহুবিধ। যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতার অভাব ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি অনীহা-অনাগ্রহ সৃষ্টির সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা– যা দেশী-বিদেশী বিশেষ মহল হতে অহরহ চলছে। ফলে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে বৈষম্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো স্বাভাবিকভাবেই তার প্রথম শিকার। এ কারণে দেখা যায়, এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারছে না। মঞ্জুরিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোও নানা সংকট-প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে; অবহেলিত-উপেক্ষিত এসব মাদ্রাসার বেতন-ভাতা নিয়মিত পাওয়া যায় না বিধায় বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাসহ সঙ্গত দাবী পূরণ করা একটি মানবিক বিষয়ও বটে। অন্যান্য প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই-পুস্তক-শিক্ষা উপকরণ প্রদানের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা এবতেদায়ী মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে বর্তমান জোট সরকারের বৈষম্যহীন উদারনীতি কাম্য।

একটি কথা মনে রাখা দরকার, দেশব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব, সরকারী অনুমোদন-সহযোগিতা উদারনীতিভিত্তিক না হলে এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কড়াকড়ি শিথিল করা না হলে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সার্বজনীনতা অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। একথা অনস্বীকার্য, মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার এক অপূর্ব সুযোগ বিদ্যমান। যে দেশে আড়াই-তিন লাখ মসজিদ রয়েছে, সেদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত হবে কেন? বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা অনেক ছেলেমেয়ের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও বিদ্যালয় নেই, বিদ্যালয় থাকলেও শিক্ষকের অভাব। আবার শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব তো রয়েছেই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিদ্যালয় ও শিক্ষকের অভাব সংক্রান্ত দু'একটি খবরের প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত রবিবার একটি দৈনিকের প্রকাশিত খবরের শিরোনাম হচ্ছে ঃ 'উত্তরাঞ্চলে ২ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য ঃ শিক্ষাবঞ্চিত ১৭ লাখ শিশু'। খবরের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়েছে যে, এই এলাকায় ১৬টি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১ হাজার ৮শ' ১৯টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ কারণে এ জনপদে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ২শ' ৩৫ জন শিশু। দেখা দিয়েছে এদের ঝরে যাওয়ার আশংকা। এতে সরকার ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী' এখন ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ৩৭৬৭৭টি সরকারী, ১৯২৫৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট প্রায় ৭৯ হাজার প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় রয়েছে। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১ কোটি ৭৬ লাখ শিশু পড়াশুনা করছে। শিশু ভর্তির হার ৯৬.৫%। অপর এক তথ্যে বলা হয়েছে যে, সারাদেশে ২৩ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষক এবং ৮০ লক্ষাধিক শিশু। আরও জানা যায়, শরীয়তপুরে ২১৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ঈশ্বরদীসহ উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলায় ১২ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

সময়ের ব্যবধানে এসব পরিসংখ্যান তথ্যে তারতম্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, সারাদেশের হাজার হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেমন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের গতি মন্থর রয়েছে। "সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী' এমতাবস্থায় বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব তা কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? 'প্রাথমিক স্কুলে সাড়ে ১৫ হাজার শূন্য পদে চার লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকারের আবেদন' শীর্ষক গত রবিবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য একথাই প্রমাণ করে যে, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব যেমন তীব্র তেমনি দারুণ শিক্ষক সংকটও বিদ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষার এহেন শোচনীয় পরিস্থিতির সাথে রয়েছে আরও নানা প্রকারের জটিল সমস্যা ও উচ্চমূল্যের শিক্ষা উপকরণ ও বর্ধিত বেতন ফি। একশ্রেণীর বিত্তবান অভিভাবক এসব কারণে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশমুখী করে তুলতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষতঃ ভারতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো যায়। প্রতি বছরে গড়ে ৩০/৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী বিদেশে যাবার জন্য দূতাবাসগুলোতে আবেদন করে। এদের মধ্যে ৭০ ভাগ ভারতে পড়তে যায়। এতে অভিভাবকদের প্রতি বছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকা খরচ হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে প্রকাশ। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারাদেশে এনজিও-এর ব্র্যাক পরিচালিত ৩৪ হাজার বিদ্যালয়ে ১১ লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে বলে প্রকাশ। এই অনুপাতে সরকারী-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সরকার এক্ষেত্রে কি উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সকল প্রকারের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রসারে সরকারের উচিত বর্ণিত পরিস্থিতির আলোকে বাস্তবমুখী সুদূরপ্রসারী এবং সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তখনই সফল হতে পারে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী।